2.5 GEO-A-CC-2-03-TH – Human Geography ✧ 60 Marks / 4 Credits

Unit I: Nature and Principles

1. Nature, scope and recent trends. Elements of human geography [4]
2. Approaches to Human Geography: Resource, locational, landscape, environment [6]
3. Concept and classification of race. Ethnicity [5]
4. Space, society and cultural regions (language and religion) [5]

Unit II: Society, Demography and Ekistics

5. Evolution of human societies: Hunting and food gathering, pastoral nomadism, subsistence farming and industrial society [6]
6. Human adaptation to environment: Case studies of Eskimo, Masai and Maori [4]
7. Population growth and distribution, composition; demographic transition [5]
8. Population–resource regions (Ackerman) [5]
9. Development–environment conflict [5]
10. Types and patterns of rural settlements [5]
11. Rural house types in India [5]
12. Morphology and hierarchy of urban settlements [5]

References

মানবীয় ভূগোল

Human Geography

(CBCS Syllabus)

ড. অজিতকুমার শীল

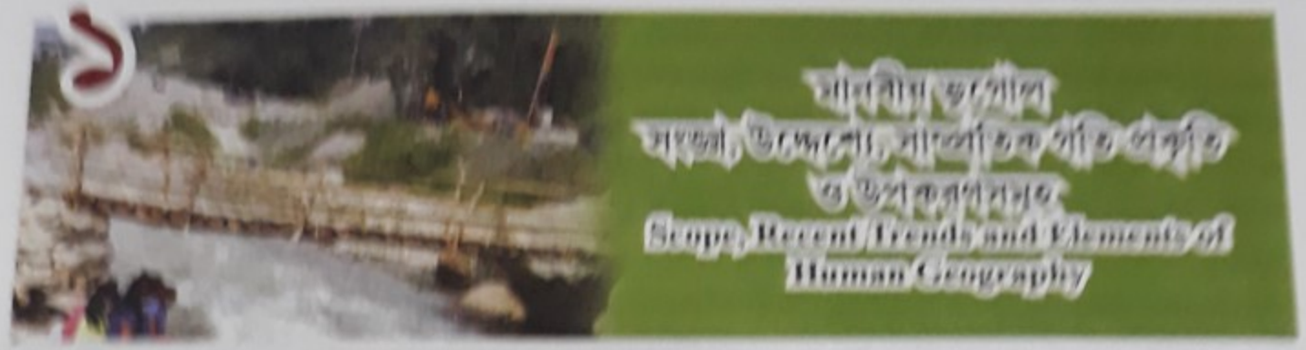

১ মানবীয় ভূগোল
সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি ও উপাদানসমূহ
Scope, Recent Trends and Elements of Human Geography

ভূমিকা : সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন ও জীবিকা খুঁজে নিয়ে সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই গ্রহে মানুষই তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু এই আধিপত্য করতে গিয়ে প্রকৃতিকে এমনভাবে সংহার করেছে যে পরিবেশে মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকে বিপন্ন করেছে, বিপন্ন হয়েছে উদ্ভিদজগৎ এবং প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রসমূহ। মানবীয় ভূগোল পরিবেশের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কে মানুষের সমাজ ও অর্থনীতির আলোচনায় নিয়োজিত। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তা আরো বেশি করে, সংবেদনশীলতার সঙ্গে আলোচনাকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি : মানবীয় ভূগোল হল সমাজ বিজ্ঞানের সেই শাখা যা মানুষের সমাজ, জীবন ও জীবিকার ধরণ এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের আন্তঃসম্পর্ক পর্যালোচনা করে। জনবসতির আঞ্চলিক বণ্টন, সমাজ ও সংস্কৃতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ঘনত্ব, প্রজগনের ধরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে মানবীয় ভূগোল।

মানবীয় ভূগোল সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রথিতযশা ভৌগোলিক ও সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ফ্রেড্রিক র‍্যাটজেল (Fredrich Ratzel, 1882) ভূগোলকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে তুলে ধরে বলেছেন "মানবীয় ভূগোল মানবসমাজের সাথে ভূপৃষ্ঠের সম্পর্কের সংশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন" *(Human Geography is the synthetic study of relationships between human society and earth's Surface)*

ফ্রেড্রিক র‍্যাটজেল

ভিদেল দ্য লা ব্লাশ (Videl De La Blache, 1918) বলেছেন "মানবীয় ভূগোল পৃথিবী ও মানুষের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক সে সম্পর্কে এক নতুন ধারণা প্রদান করে".....

"Human Geography offers a new conception of the inter-relationships between earth and man ..... ."।

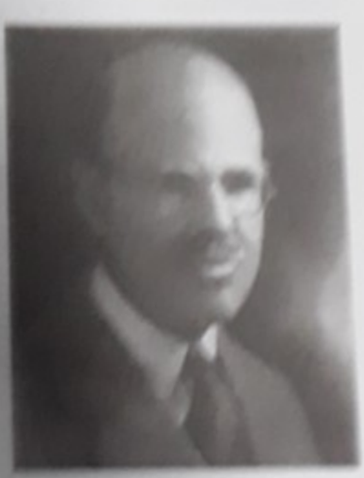

হান্টিংটন

হান্টিংটন (Ellsworth Huntington, 1940) এর মতে "ভৌগোলিক পরিবেশ ও মানুষের কার্যকলাপ ও গুনাবলী প্রভৃত সম্পর্কের প্রকৃতি ও বণ্টন-এর অধ্যয়ন হ'ল মানবীয় ভূগোল" *(Human Geography may be defined as the study of the nature and distribution of the relationships between geographical environment and human activities and qualities.)*।

ডিক্শনারী অব হিউম্যান জিওগ্রাফি (Johnston, Gregory and Smith, 1994) তে মানবীয় ভূগোল সম্পর্কে বলা হয়েছে "মানুষের কার্যাবলীর সংগঠন ও মানুষের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যবহারে আঞ্চলিক তারতম্য মানবীয় ভূগোলে আলোচনার বিষয়।" (Human Geography is concerned with the spatial differentiation and organization of human activity and with human use of the physical environment.—Johnston, Gregory and Smith, 1994)।

প্রায় ৫৮ লক্ষ বছর আগে মানবজাতির যে পূর্বপুরুষদের উদ্ভব হয় তার নাম **আর্ডিপিথেকাস (Ardipithecus)**. আফ্রিকায় উদ্ভূত এই গোষ্ঠী সোজা হয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল যার ফলে হাতের সাহায্যে পাথর দিয়ে সরঞ্জাম তৈরী ও ব্যবহার শিখেছিল যা তাদের পরিবেশে বেঁচে থাকার রসদ যুগিয়েছিল। এর পরে পৃথিবীতে আসে **প্যারানথ্রোপাস (Paranthropus)** গোষ্ঠী যারা ১১–৩৬ লক্ষ বছর টিকে ছিল। বর্তমান মানবজাতির পূর্বপুরুষদের উন্মেষ হয় প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে যা হোমো গোষ্ঠীর **হোমো স্যাপিয়েন্স** দলভুক্ত। আপেক্ষাকৃত বড় মস্তিষ্ক এবং হস্ত নৈপুণ্যে বিশিষ্ট এই মানবজাতির প্রব্রজন ঘটে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে, কখনো সংকীর্ণ জলভাগ পেরিয়ে, কখনো স্থলসেতু (মহাদেশীয় হিমবাহ প্রসারিত হয়ে গঠিত) অতিক্রম করে। মানবজাতির অতীত ভূগোলে দেখা যায় এইভাবে বিচরনের মধ্য দিয়ে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে বিভিন্ন অতিক্রম করেছে। কখনো কখনো কোনো দলগোষ্ঠী এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পাড়ি দিয়েছে অর্থাৎ আন্তঃমহাদেশীয় প্রব্রজন ঘটিয়েছে। এর ফলে দুটি ভিন্ন মহাদেশে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় পারস্পরিক নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছে।

উদ্দেশ্য (Scope) : বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপীয় ও জলবায়ু পরিবেশে মানবগোষ্ঠী, সমাজ ও অর্থনীতির স্বরূপ কী, কেন একই প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও অবস্থানভেদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য ঘটে? কেন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত অগ্রগতিতে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়? মানুষ প্রকৃতি দ্বারা কীরূপে ও কতখানি নিয়ন্ত্রিত **(Determinism)** অথবা প্রাকৃতিক সম্ভাবনাসমূহকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মানবসভ্যতার অগ্রগতি ঘটে চলে **(Possibilism)**, কিংবা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণসমূহকে কিছু কিছু সংশোধন করে মানুষ কীভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম না বদলেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে।

মানুষ বনভূমি ধ্বংস ও সৃজন করে, বন্য পশুকেও বশীভূত করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গৃহপালিত করে, পশুচারণ করে নিজের প্রয়োজনে জনহীন প্রান্তরেও বসতি বিস্তার করেছে। জল ও স্থলে যানবাহন বিস্তার করে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করায় ভ্রমণ সময় কমেছে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সম্পদসংগ্রহ ও আদান-প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ভাষা ও সাংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটছে। প্রযুক্তির স্থানান্তরে সভ্যতার অগ্রগতিতে আঞ্চলিক ভারসাম্য অর্জিত হচ্ছে। বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য মানুষের নেতিবাচক ভূমিকা দায়ী। প্রয়োজন হ'ল ইতিবাচক ভূমিকার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ করে মানব সভ্যতাকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশে, যেমন নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল, উষ্ণ মরুভূমি অথবা বরফাবৃত তুন্দ্রায় মানুষ কীভাবে পারস্পরিক সমঝোতায় অভিযোজন ঘটিয়ে জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছে? প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব সত্ত্বেও প্রযুক্তিগত উন্নতি ও মানবসম্পদের উৎকর্ষ ঘটিয়ে কোনো দেশ বা অঞ্চল (উদাঃ জাপান) কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে চলেছে, মানবীয় ভূগোলেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

অতএব, মানবীয় ভূগোল স্থান ও কালভেদে পরিবেশ ও মানুষের পরিবর্তনশীল সম্পর্কের যুক্তিনির্ভর আলোচনা উপস্থাপিত করে।

মানবীয় ভূগোল - বিষয় হিসেবে উন্নীত করায় যাদের বিশেষ অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম :

ফ্রেডরিক র‍্যাটজেল (Fredrich Ratzel) : এই জার্মান ভৌগোলিক দুটি খণ্ডে প্রকাশ করেছেন **Anthropogeographic (অ্যানথ্রপোজিওগ্রাফিক, ১৮৭২-১৮৯১)** নামে রচিত গ্রন্থ। ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষ কীভাবে পরিবেশের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তুলেছে তার একটি গভীর ও প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণমূলক এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে ভূগোলের আলোচনা মূলতঃ আঞ্চলিক পরিসরের আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো মানবীয় ভূগোলেও প্রণালীবদ্ধ আলোচনা তুলে ধরেছেন। তার গ্রন্থে জনসংখ্যার বণ্টন, ঘনত্ব, প্রব্রজন, বসতির ধরন এবং সাংস্কৃতিক মিশ্রণ-এর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়েছে। ডারউইন প্রভাবিত এই ভৌগোলিক **রাষ্ট্রকে জীবসত্ত্বার সঙ্গে তুলনা করেছেন (State as an organism)** তার **'রাজনীতি ভূগোল'** গ্রন্থে (Politische Geographie, 1897) এবং মানুষ ও তার কার্যাবলীর উপর পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ এই প্রসঙ্গে এনেছেন। তিনখণ্ডে **মানবজাতির ইতিহাস (History of Mankind)** লিখে তিনি মানবীয় ভূগোলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

ভিদেল দ্য লা ব্লাশ

ভিদেল দ্য লা ব্লাশ (Videl De La Blache) একজন ফরাসী ভৌগোলিক এবং আধুনিক মানবীয় ভূগোলের অন্যতম পথ প্রদর্শক ও একজন জনক বলা যায়। **তিনি সম্ভাবনাবাদ (Possibilism) তত্ত্বের প্রবক্তা।** তার রচিত **Principle De Geographie Humaine** গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। তার গ্রন্থে তিনি মানুষের কার্যাবলী ও পরিবেশের উপাদানসমূহের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের কথা লিখেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের বণ্টনে তিনি পরিবেশ এবং মানুষ উভয়ের ভূমিকারই বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং উভয়ের পারস্পারিক বোঝাপড়ার সম্পর্কটি তার লেখায় প্রতিভাত হয়েছে।

জ্যা ব্রুনে (Jean Brunhes) ভিদেলের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং তার ধারণাকে বিশ্বে আরো ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের লেখার মধ্য দিয়ে। **"Geographie Humaine Essel de Classification Positive" (1910)** তার একটি প্রসিদ্ধ রচনা। তিনি মানবীয় ভূগোলের উপকরণসমূহ বিবৃত করেছেন। উপকরণ-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন- (ক) খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান, (খ) প্রাকৃতিক সম্পদের আহরন সংক্রান্ত কার্যাবলী, (গ) উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ, (ঘ) বাস্তব ঘটনাসমূহ যেমন ভূখন্ডের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বসতি ও সড়ক নির্মাণ, কৃষি ও পশুপালন, বনসংহার, অপুনর্ভব সম্পদের বিনাশ ইত্যাদি।

হ্যান্টিংটন (Ellsworth Huntington) : Principles of Human Geography ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা এবং নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism)-এর প্রবক্তা। আমেরিকান ভূগোলবিদ্ হ্যান্টিংটন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ কীভাবে সাড়া দেয়, সে সম্পর্কে সুন্দরভাবে ধারণা দিয়েছেন। এটি এভাবে আলোচনা করা যায় :-

ক. পার্থিব প্রয়োজন (Material Needs) : এর অন্তর্গত (১) খাদ্য ও পানীয়, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান (৪) যন্ত্রপাতি ও (৫) পরিবহন মাধ্যম।

খ. মৌলিক জীবিকা (Fundamental Occupations) : যেমন (১) শিকার (২) মৎস্য সংগ্র (৩) পশুপালন (৪) কৃষিকাজ (৫) কাষ্ঠ সংগ্রহ (৬) খনিজ সংগ্রহ (৭) শ্রমশিল্প এবং (৮) ব্যবসা-বানিজ্য।

গ. পারিদর্শিতা (Efficiency) : (১) নৈপুন্য, (২) সাংস্কৃতিক তাগিদ এবং (৩) বিনোদন।

ঘ. উচ্চতর প্রয়োজন (Higher Needs) : এর অন্তর্ভুক্ত (১) প্রশাসন (২) শিক্ষা (৩) বিজ্ঞান (৪) (৫) কলা ও সাহিত্য ইত্যাদি।

মানবীয় ভূগোলের চিন্তাভাবনার পরিধি ও পরিসর পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। ... ভূগোলের উদ্ভব, মূলক ভূগোলের বিকাশ, কল্যাণমূলক ভূগোল, মানবতাবাদী ভূগোলে সাংস্কৃতিক... চিন্তাভাবনায় সমাজ ও সামাজিক সমস্যাসমূহের ভৌগোলিক আলোচনা হয়।

মানবীয় ভূগোলের বিষয়বস্তু : মানবীয় ভূগোলে আমরা পাঠ করি মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম কীভাবে পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে রচিত হয়েছে এবং কীভাবে উক্ত পরিবেশের বিবেচনা প্রসূত ব্যবহারে সামগ্রিক মানব কল্যাণ সাধিত হতে পারে। সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে মানবীয় ভূগোলের বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ভূগোল, দর্শন, পরিবেশবিদ্যা, বাণিজ্যবিদ্যা (Commerce) প্রভৃতি মানবীয় ভূগোলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত।

মানবীয় ভূগোলের শাখাসমূহ (Branches of Human Geography)

- সমাজ ভূগোল (Social Geography)
  - কল্যানমূলক ভূগোল (Welfare Geography)
  - মানবতাবাদী ভূগোল (Humanistic Geography)
- সাংস্কৃতিক ভূগোল (Cultural Geography)
  - বসতি ভূগোল (Settlement Geography)
    - গ্রামীন জনবসতি ভূগোল (Geography of Rural Settlement)
    - পৌর জনবসতি ভূগোল (Urban Geography)
- আঞ্চলিক ভূগোল (Regional Geography)
- রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography)
- চিকিৎসা ভূগোল (Medical Geography)
- অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography)
  - সম্পদ ভূগোল (Resource Geography)
  - কৃষি ভূগোল (Agriculture Geography)
  - শিল্প ভূগোল (Industrial Geography)
  - পরিবহন ভূগোল (Transport Geography)
  - দূর সংবেদন ভূগোল (Geography of Remote Sensing)